JUL 02 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

কালিয়ায় প্রাথমিক উপ-বৃত্তির টাকা বিতরণে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ

কালিয়া (নড়াইল) সংবাদদাতা ॥ কালিয়া উপজেলার উপ-বৃত্তির আওতাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপ-বৃত্তির টাকা বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃত্তির টাকা প্রদানকালে স্থানীয় সোনালী ব্যাংকে নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজে টাকা কেটে রাখা হয়।

উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ১১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮ হাজার ৭২২ জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে চলতি বছর প্রাথমিক উপ-বৃত্তির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উপ-বৃত্তি কার্ডধারী প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর মাকে প্রতি মাসে ২৫ টাকা হারে উপ-বৃত্তি দেয়ার নিয়ম থাকলেও সে টাকা তাদের ভাগ্যে জোটেনি। উপ-বৃত্তির টাকা প্রদানকালে বিতরণকারী ব্যাংক থেকে প্রতি কার্ডধারীদের নিকট হতে ৫ টাকা হারে কেটে নেয়া হয়। এছাড়া অনেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন অজুহাতে কার্ডধারীদের নিকট থেকে ৫ থেকে ১০ টাকা হারে টাকা কেটে নেয়। গত ২৬ মে উপজেলার চালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর উপবৃত্তির (জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১) ৬ মাসের টাকা প্রদানকালে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খবির উদ্দিন আহমদ কার্ডধারীদের নিকট থেকে ১৫ টাকা হারে টাকা কেটে নেয়। কার্ডধারী ৬ মাসে ১৫০ টাকা হারে দেবার কথা থাকলেও দেয়া হয়েছে ১৩৫ টাকা হারে। বিদ্যালয়ের সভাপতি দিনেশ চন্দ্র বিশ্বাস অভিযোগ করেন টাকা কেটে নেবার বিষয় প্রতিবাদ জানালেও প্রধান শিক্ষক কর্ণপাত করেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কতিপয় প্রধান শিক্ষক জানান, উপবৃত্তির টাকা প্রদানকালে ব্যাংক হতে কার্ড পিচ্ ৫ টাকা হারে টাকা কেটে নেয়া ওপেন সিক্রেট। এছাড়া অনেক বিদ্যালয়ের ৫/১০ টাকা হারে টাকা কেটে নিয়ে বাকী টাকা কার্ডধারীদের দেয়া হয়। ব্যাংক কর্মচারীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কার্ডধারীদের হাতে টাকা দেয়ার বিধান থাকলেও তারা প্রধান শিক্ষকের হাতে তাদের (ব্যাংকের) পার্সেন্টেজের টাকা রেখে বাকী টাকা দিয়ে দেয়।

অভিযোগের বিষয়ে এ প্রতিনিধি স্থানীয় সোনালী ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, কর্মচারী সংকটের জন্য বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে উপ-বৃত্তির টাকা দেয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। পার্সেন্টেজের বিষয়ে তিনি জানান, প্রত্যন্ত গ্রামে যেতে তাদের কর্মচারীদের কোন টিএ/ডিএ দেয়া হয় না। তাই যাতায়াত খরচ বাবদ 'কিছু' নেয়া হয়। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান- এ বিষয়ে অভিযোগ হলে কার্ডধারী ছাত্র-ছাত্রীর মায়েদের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উপজেলা সদরের এই ব্যাংক থেকে এসে টাকা নিয়ে যেতে হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা (ভারপ্রাপ্ত) শিক্ষা কর্মকর্তা জানান প্রাথমিক উপ-বৃত্তির টাকা বিতরণ কালে কিছু টাকা কেটে নেয়া হয় মর্মে তিনি শুনেছেন। কিন্তু বোর্ড তার নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করেননি। ব্যাংক বা অন্য কোন পক্ষের এ ধরনের টাকা কেটে নেবার নিয়ম নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।